Advanced Diploma in Fire Safety Management

About the Course

বর্তমান কলকাতা, ১ মে ২০১৯/১২

ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্ট

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় দরকার নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা। ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের পেশাদাররাই সেই ব্যবস্থাটি গড়ে তুলতে পারেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলছে।

১৫ এপ্রিল প্যারিসের নোত্র দাম গির্জার বিধ্বংসী আগুন নেভানোর কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৫ এপ্রিল বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হল প্যারিসের বিখ্যাত নোত্র দাম গির্জা। বহু ইতিহাসের সাক্ষী, সাড়ে আটশো বছরের বেশি প্রাচীন এই গির্জার ভেতরে থাকা অমূল্য সব চিত্রকলার সম্ভারও ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

২০১৮-র ১৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে একইভাবে পুড়ে যায় বাগরি মার্কেট। কলকাতার অন্যতম বড় পাইকারি বাজারে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও ছিল বিপুল।

ফায়ার ম্যানেজমেন্ট

কোথাও আগুন লাগলে দ্রুত সেই আগুন নিভিয়ে ফেলে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি যাতে যথাসম্ভব কমানো যায় তার জন্য রয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও দমকল। কিন্তু সেসব তো বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যাপার। আগুন লাগার মতো বিপর্যয় ঘটলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী। ফলে এখন জোর পড়ছে বিপর্যয় যাতে না ঘটে, আগেভাগে সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের আগাম ও নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাই ফায়ার ম্যানেজমেন্ট।

বহুতল বাড়ি, ব্যবসাকেন্দ্র, হাসপাতাল-নার্সিং হোম, শপিং মল, শিল্পসংস্থায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন আইনগতভাবেই বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে আগুন নেভানোর কিছু সরঞ্জাম মজুদ রাখাই সব নয়। একটি বহুতল বা বিজনেস কমপ্লেক্স গড়ে তোলার সময়ই অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখে তা প্রতিরোধের জন্য আগাম পরিকল্পনা, বিপর্যয় ঘটে গেলে নিরাপদে ঘটনাস্থল থেকে মানুষজনের বেরিয়ে আসার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হয়। এর জন্য প্রশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ফায়ার ম্যানেজমেন্টের পেশাদাররাই এই ব্যবস্থাপনাটি সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন। তাই অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেলে প্রাণ ও সম্পত্তির ঝুঁকি রয়েছে, এমন সব সংস্থায় ফায়ার ম্যানেজমেন্টের পেশাদারদের ভালো চাহিদা আছে।

কী জানতে হয়

ফায়ার ম্যানেজাররা অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য একটি সুচারু ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবেন। কাজটির

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আরও বেশি ছেলেমেয়ের অগ্নি-সুরক্ষার পেশায় আসা দরকার

ডঃ সর্বাণী মিত্র
বিভাগীয় প্রধান, ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট

তিন মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হতে পারে। বহুতল বাড়ি, বড় শপিং মল, হাসপাতাল, পেট্রোকেমিক্যালস, প্লাস্টিক, রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদক সংস্থার মতো হাই রিস্ক এস্টাবলিশমেন্টে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। কোথায় কোন ব্যবস্থা কার্যকর সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের পেশাদারদের কাজ। দক্ষ পেশাদারের চাহিদা রয়েছে দেশজুড়ে। বাস্তব চিত্র হল, চাহিদার তুলনায় দক্ষ পেশাদারদের জোগান কম। আমি বলব, পেশাটি সম্পর্কে সচেতনতারও অভাব রয়েছে। অনেকে মনে করেন এটা আগুন নেভানোর কাজ। আসলে, বিধ্বংসী আগুন যাতে জ্বলে না ওঠে সেটাই নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের পেশাদাররা।

চাকরির বাজার যথেষ্ট ভালো। কোর্স শেষ করার পর বসে থাকে না কেউ। আমাদের ছেলেমেয়েরা আমরি, বেলভিউ ক্লিনিক, সিদ্ধা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট, এল অ্যান্ড টি হাইড্রোকার্বন, ফায়ারশিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), টেকনিকোর (ইন্ডিয়া) মতো সংস্থাগুলিতে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। কনসালটেন্সি ফার্ম খুলে ব্যবসা করার সুযোগও রয়েছে।

আমাদের ষষ্ঠ ব্যাচের দ্বিতীয় সেমেস্টারের পড়াশোনা চলছে। এঁদের প্লেসমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্ট এমন একটি কোর্স, যেখানে প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিসেসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিতে হাতে-কলমে কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এড়াতে পারে। আমরা সেই ব্যবস্থাপনা তথা ম্যানেজমেন্টের শিক্ষা দিই। এই পেশাদারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগুন সীমা মানে না। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। ক্ষতিগ্রস্ত হন বহু মানুষ, নানাভাবে। প্রাণ রক্ষায়, সম্পত্তি রক্ষায় ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের পেশাদারদের সামাজিক ভূমিকাও তাই স্বীকৃত। আরও বেশি ছেলেমেয়ের এ পেশায় আসা দরকার বলে মনে করি।

ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্ট

বারোর পাতার পর

সঙ্গে যুক্ত বহুবিধ খুঁটিনাটি বিষয়। প্রথমত জায়গা ও তার ব্যবহার অনুসারে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অর্থাৎ একটি রাসায়নিক শিল্পে যে-ব্যবস্থা, তেমনটি একটি বহুতল বাড়িতে নয়। একটি শপিং কমপ্লেক্স, যেখানে সারাদিন ধরে বহু মানুষের যাতায়াত সেখানে আর-একরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। আবার হাসপাতাল, নার্সিং হোমে, যেখানে অসুস্থরা তড়িঘড়ি নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারবেন না, সেখানকার ব্যবস্থাটা অন্যরকম হতে হবে। ব্যবস্থা অনুসারে পাল্টে যাবে আগুন নেভানোর সাজ-সরঞ্জামগুলোও। আগুন-প্রতিরোধক ব্যবস্থা-সম্পর্কিত নির্দিষ্ট আইনকানুন রয়েছে। সেইসব বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। দাহ্য বস্তু মজুদ রাখা হয় এমন জায়গায় কী ধরনের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার সে সম্পর্কেও অত্যন্ত ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। ফায়ার ম্যানেজমেন্টের এই অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সটিতে এই সব বিষয়গুলি সম্পর্কেই বিশদে জানা যায় বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

পড়াশোনার ব্যবস্থা

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স পড়া যায়। ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদ এক বছর। চাকরিরতদের জন্য রয়েছে দেড় বছরের সান্ধ্য কোর্সের ব্যবস্থা।

কারা পড়তে পারেন

পড়তে পারেন যে-কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারীরাও কোর্সটি পড়তে পারেন। বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারীরা ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

প্রার্থী বাছাই হয় গ্র্যাজুয়েশন বা ডিপ্লোমায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে এবং গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

ফি: ১ বছরের ডে কোর্সে দুটি সেমেস্টার। প্রতি সেমেস্টারের ফি ৪০ হাজার টাকা। সঙ্গে লাইব্রেরি কশান ডিপোজিট ও সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫ হাজার টাকা।

তিন সেমেস্টারের সান্ধ্য কোর্সে প্রতি সেমেস্টারের ফি ৩০ হাজার টাকা। সঙ্গে লাইব্রেরি কশান ডিপোজিট ও সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫ হাজার টাকা।

উভয়ক্ষেত্রেই কোর্স শেষে লাইব্রেরি কশান ডিপোজিট ও সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ জমা রাখা টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

কোথায় চাকরি

চাকরির সুযোগ রয়েছে বড় ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রোডাকশন সংস্থায়, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পেট্রোকেমিক্যালস, প্লাস্টিক, সার, রাসায়নিক উৎপাদনকারী সংস্থায়, এল পি জি এবং এল এন জি বটলিং প্ল্যান্টে। চাকরির সুযোগ রয়েছে সরকারি ফায়ার সার্ভিসে, বিমা সংস্থায়, বড় হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে, বিল্ডিং ডিজাইনিং ও প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগে।

আবেদনের পদ্ধতি: ভর্তির জন্য এখনই আবেদন করা যাচ্ছে। ৩০০ টাকার বিনিময়ে প্রেশিওর-সহ আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা থেকে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iiswbm.edu এক্ষেত্রে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার পাওয়ার জ্যোতি চালানের মাধ্যমে (পাওয়ার জ্যোতি অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩২৪৯৫৬৫৬৭১০) ফি জমা দেওয়া যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

তথ্যের জন্য সরাসরি কথা বলতে পারেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ সর্বাণী মিত্র-র সঙ্গে এই নম্বরে: ৯৮৭৪৬-৪৬২০৮।

ঠিকানা: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্কোয়্যার ওয়েস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। ফোন: ২২৪১-৩৭৫৬, ২২৪১-৮৬৯৪, ৪০২৩-৭৪৭৪।